ইংরেজ শাসন – ১

Siddhartha

১৭৬৫ সালে মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে শর্তসাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়। শর্ত থাকে যে, তিনি তার পিতার মতো ইংরেজদের নিজস্ব পুরাতন দস্তক অনুযায়ী বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে দেবেন এবং দেশীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বাতিল করবেন।

এলাহাবাদ চুক্তি

- ১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তি এর মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম-এর কাছ থেকে দেওয়ানী (রাজ্য শাসনের জন্য পদ) লাভ করে।
- দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বৈত শাসন

- ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ দেওয়ানি সনদ প্রাপ্ত হলে যে **শাসন** প্রণালীর উদ্ভব হয়, তা ইতিহাসে **দ্বৈত শাসন** নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচুর অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠে এবং বাংলার নবাব সামান্য বৃত্তিভোগী কর্মচারীতে পরিণত হন।

কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসক ছিল ৩ ধরনের

গভর্নর

গভর্নর জেনারেল

গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়

গভর্নর

- ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় 'গভর্নর' পদ সৃষ্টি করে।
- প্রথম গভর্নর ছিলেন লর্ড ক্লাইভ।
- গভর্নর ছিলেন কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রধান।
- তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল সীমিত।

গভর্নর জেনারেল

- ১৭৭৩ সালে 'নিয়ামক আইন' পাশ হওয়ার পর 'গভর্নর জেনারেল' পদ সৃষ্টি করা হয়।
- প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।
- গভর্নর জেনারেল ছিলেন কোম্পানির সকল ভারতীয় কার্যক্রমের প্রধান।
- তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল ব্যাপক।

গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়

- ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের সরাসরি শাসনভার নেয়।
- 'গভর্নর জেনারেল' পদ 'গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়' পদে পরিবর্তিত হয়।
- প্রথম ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং।
- ভাইসরয় ছিলেন ব্রিটিশ রাজার প্রতিনিধি।
- তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল সর্বোচ্চ।

- গভর্নর: কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রধান (সীমিত রাজনৈতিক ক্ষমতা)।
- গভর্নর জেনারেল: কোম্পানির সকল ভারতীয় কার্যক্রমের প্রধান (ব্যাপক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা)।
- গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়: ব্রিটিশ রাজার প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা)।

বাংলায় গভর্নরদের শাসন (১৭৫৭-১৭৭৩)

লর্ড ক্লাইভ

- ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ও ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকারী

কর্মজীবন:

✓পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে পরাজিত করেন।

✓বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে পরাজিত করেন।

✓১৭৬৫ সালে 'দ্বৈত শাসন' প্রবর্তন করেন।

✓নবাবের হাতে বিচার ও শাসন এবং কোম্পানির হাতে রাজস্ব ও দেশরক্ষা।

✓তার নির্দেশে মেজর রেনেল ১৭৭৯ সালে বঙ্গদেশের মানচিত্র তৈরি করেন।

- দিল্লি কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানি বা খাজনা ও কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলো আনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে।
- ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় ***'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য।'*** এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

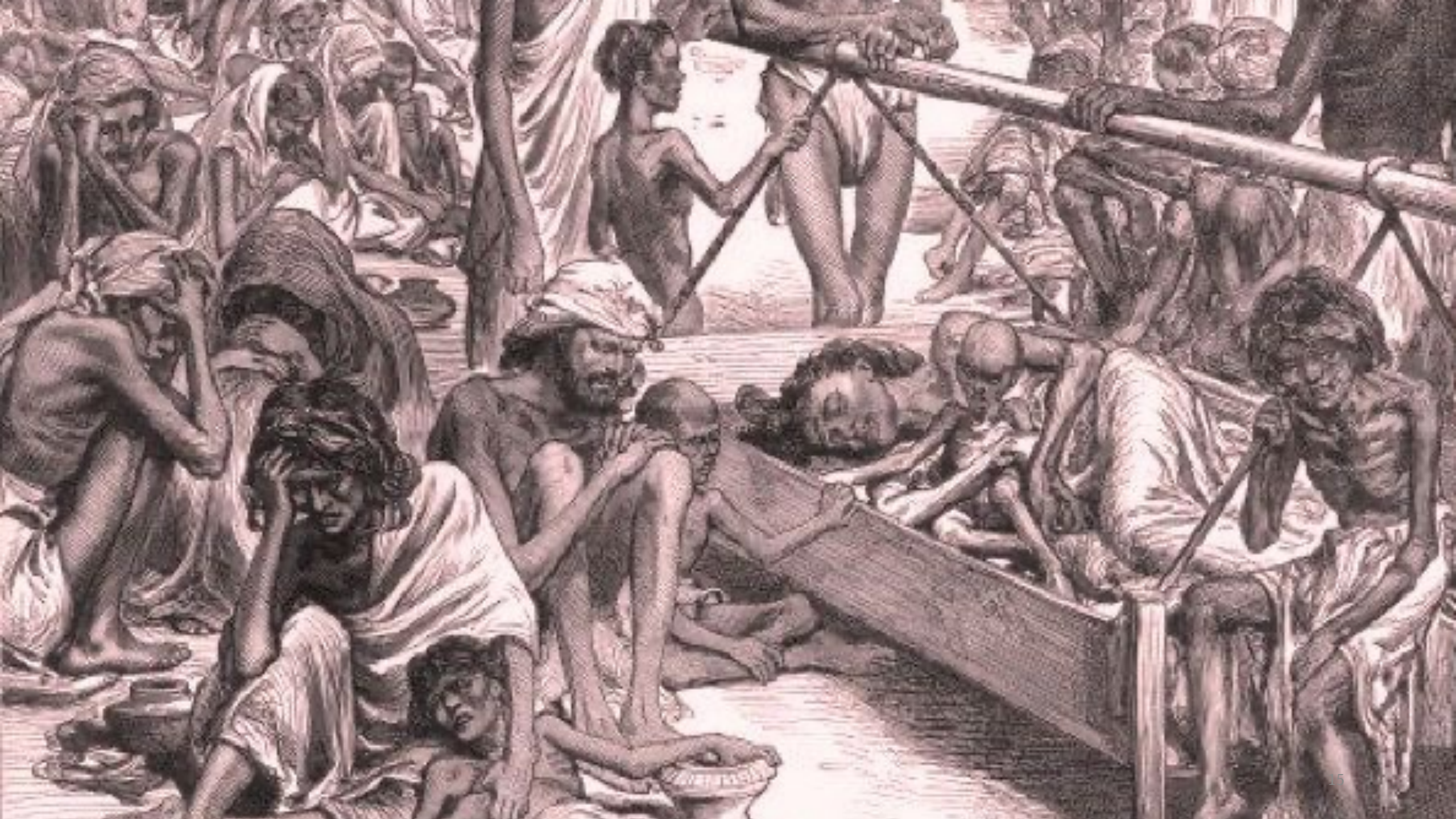

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

* ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ

(১১৭৬ বঙ্গাব্দ)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার গভর্নর:

জন কার্টিয়ার

বাংলায় মন্বন্তর (Great Bengal Famine of 1770)

- বাংলা সাল- ১১৭৬
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিলো – লর্ড ক্লাইভ
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বাংলার গভর্নর ছিলো- লর্ড কার্টিয়ার
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়— প্রায় ১ কোটি মানুষ

১৭৬৫–৭০ সালে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও আদায় প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ-নির্যাতনে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারা দেশে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। তিনি হন প্রথম গভর্নর জেনারেল।

- ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ‘রেগুলেটিং এ্যাক্ট’ পাশ হয়- ১৭৭৩ সালে।

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস

নিয়ামক আইনের অধীনে প্রথম গভর্নর জেনারেল।

বাংলায় গভর্নর জেনারেলের শাসন (১৭৭৪-১৮৫৮)

ওয়ারেন হেস্টিংস এর অবদান

- পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু (১৭৭২-৭৬)
- কোলকাতাকে রাজধানী করেন
- হেস্টিংস এর আমলে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র হিকি'স বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ
- এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন

কোলকাতাকে রাজধানী করেন **ওয়ারেন হেস্টিংস**

ওয়ারেন হেস্টিংস

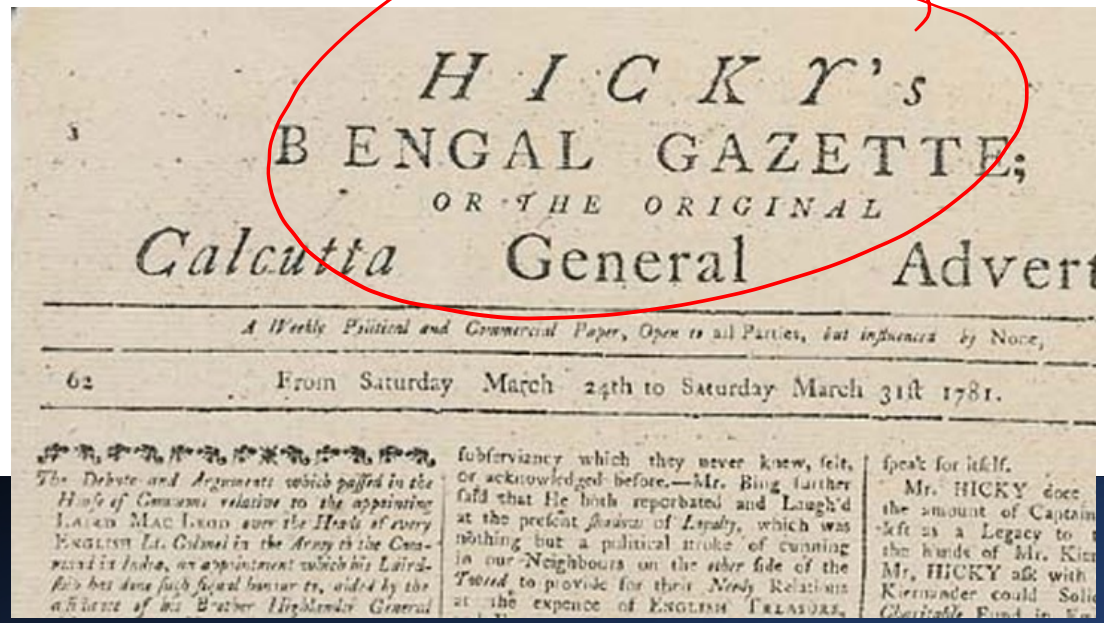

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advert

A Weekly Political and Commercial Paper, Open to all Parties, but influenced by None.

62 From Saturday March 24th to Saturday March 31st 1781.

তার আমলে প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশ

ওয়ারেন হেস্টিংস এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন

ওয়ারেন হেস্টিংস

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস

আমারে স্যার ডাকবা.....

কর্ণওয়ালিস এর গুরুত্বপূর্ণ কর্ম

- **জমিদারী প্রথা প্রবর্তন:** জমিদারদেরকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমির উপর স্থায়ী অধিকার দেওয়া হয়।
- **ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) চালু:** ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করার জন্য। ভারতে সিভিল সার্ভিসের জনক
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিধিবিধান: কর্ণওয়ালিস কোড
- **দশসালা বন্দোবস্ত:** জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য দশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করা হয়।
- **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত:** জমিদারদেরকে জমির উপর স্থায়ী অধিকার এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে নির্ধারিত হারে রাজস্ব প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা ও দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গরাজ্যকে একটি শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠায়। লর্ড কর্নওয়ালিস দ্রুত গতিতে ভূমি ব্যবস্থা ও প্রশাসনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তিনি একটি অনুগত জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করেন। এইসব জমিদারকে ভূমির একচ্ছত্র মালিক করা হয়। জমিদারের ওপর সরকারের রাজস্ব দাবি চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে সমর্থন করে এমন একটি প্রভাবশালী অনুগত শ্রেণির সৃষ্টি করা। এর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে জমিদার শ্রেণির উদ্যোগে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলা। কর্নওয়ালিস প্রশাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগকে ঢেলে সাজিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভিত মজবুত করেন। অন্যদিকে উচ্চ বেতনভোগী একটি পেশাগত আমলাতন্ত্র স্থাপন করে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।

পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০) এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলোপ ঘটে

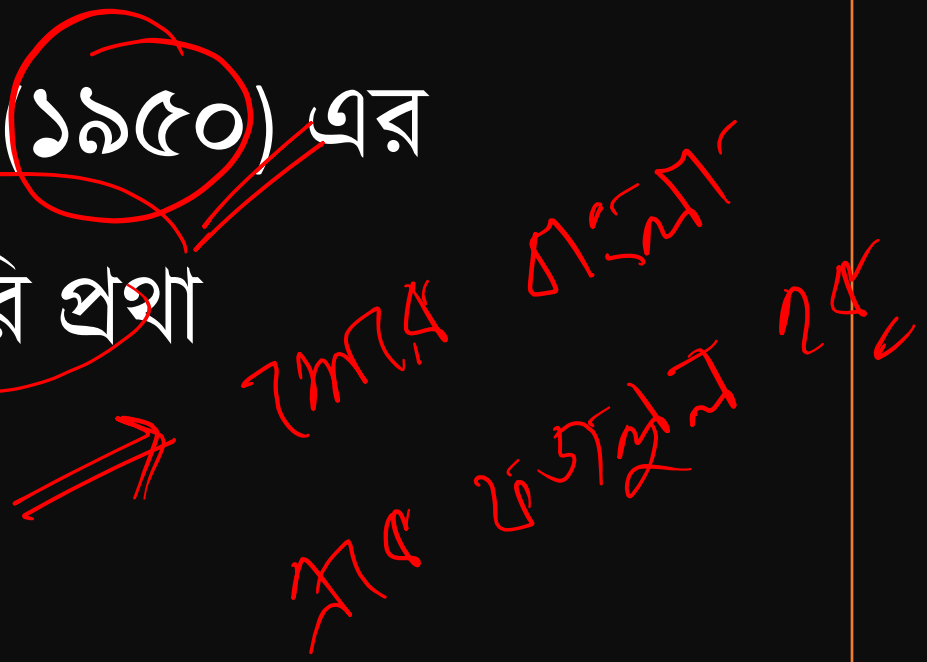

The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act)

(ACT NO. XXVIII Of 1951)

An Act to provide for the acquisition by the State of the interests of rent-receivers and certain other interests in land in Bangladesh and to define the law relating to tenancies to be held under the State after such acquisition and other matters connected therewith.[1]

WHEREAS it is expedient to provide for the acquisition by the State of the interests of rent-receivers and certain other interests in land in Bangladesh and to define the law relating to tenancies to be held under the State after such acquisition and other matters connected therewith;

It is hereby enacted as follows:-

PART I

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the [2][* * *] State Acquisition and Tenancy Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

Definitions

2. In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context,-

(1) "cesses" include local rates levied under the Assam Local Rates Regulation, 1879;

(2) "charitable purpose" includes relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility;

লর্ড ওয়েলেসলি: ১ম সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট

- 'অধীনতামূলক মিত্রতা' র প্রবক্তা ।
- মহীশুরের টিপু সুলতান এর বিরোধিতা করেন।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮০০ সালে

অধীনতামূলক বশ্যতা নীতির বিরোধিতা করেন টিপু সুলতান

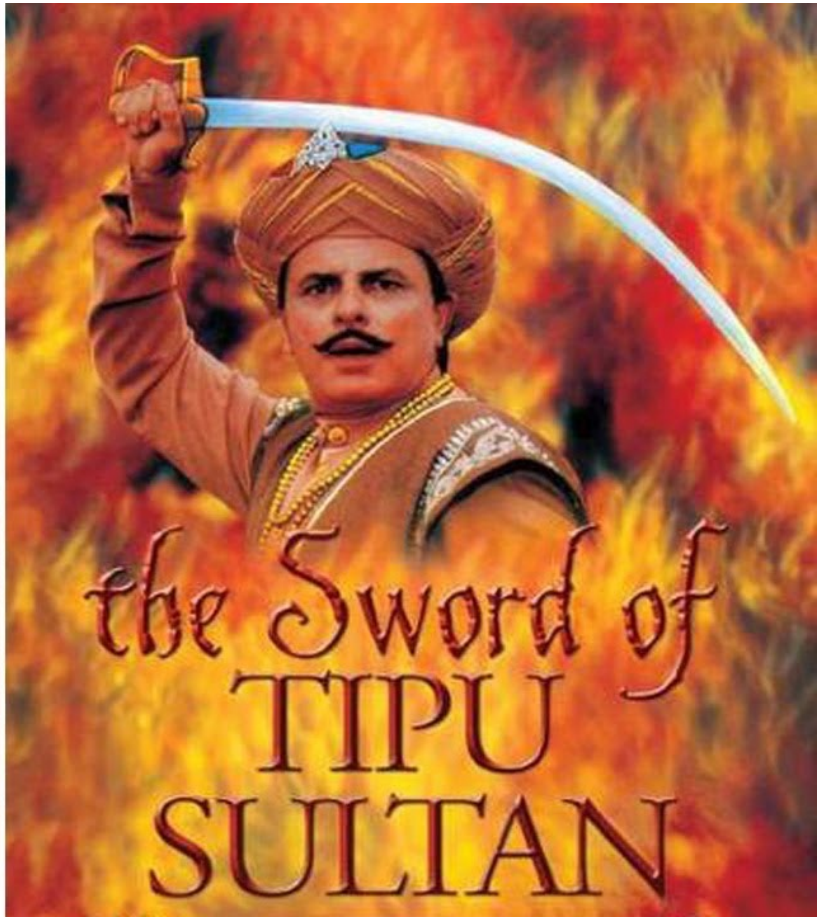

লর্ড বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৩):

বাংলার সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন (১৮৩৩-১৮৫৮)

লর্ড বেন্টিংক

(১৮৩৩-১৮৩৫)

ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

লর্ড বেন্টিংক

- কোলকাতা মেডিকেল কলেজ, কোলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা
- ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু
- সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ – ১৮২৯

ANUPAM PRESENTS
নাই
টেলিফোন
নাইরে সিয়েন
4.8 MILLION+ VIEWS

লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)

- সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী।
- সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ/টেলিগ্রাম লাইন স্থাপন ১৮৫০ সালে।
- ১৮৫৩ সালে রেল যোগাযোগের সূচনা করেন।
- ১৮৫৪ সালে ডাকটিকেট চালু।
- ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ প্রথার সূচনা।

বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন করছিলেন

- বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করেন - **লর্ড ডালহৌসি**।
- কিন্তু এই আইনে স্বাক্ষর করে তা বিধিবদ্ধ করেন লর্ড ক্যানিং।

স্বত্ববিলোপ নীতি : ডালহৌসি

স্বত্ববিলোপ নীতি হলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন করদ অধিরাজ্যের রাজা যদি প্রজাবিদ্রোহ বা বিভিন্ন কারণে দ্বারা জর্জরিত তথা প্রকাশ্যে অপদার্থ প্রমাণিত হয় বা কোন দেশীয় অধিরাজ্যের রাজা যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তবে সেই রাজ্য একটি ত্রুটিপূর্ণ সামন্ত রাজ্য হিসেবে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ভারতের অধীনস্থ হবে এবং দেশীয় রাজ্যের মর্যাদা হারাবে।

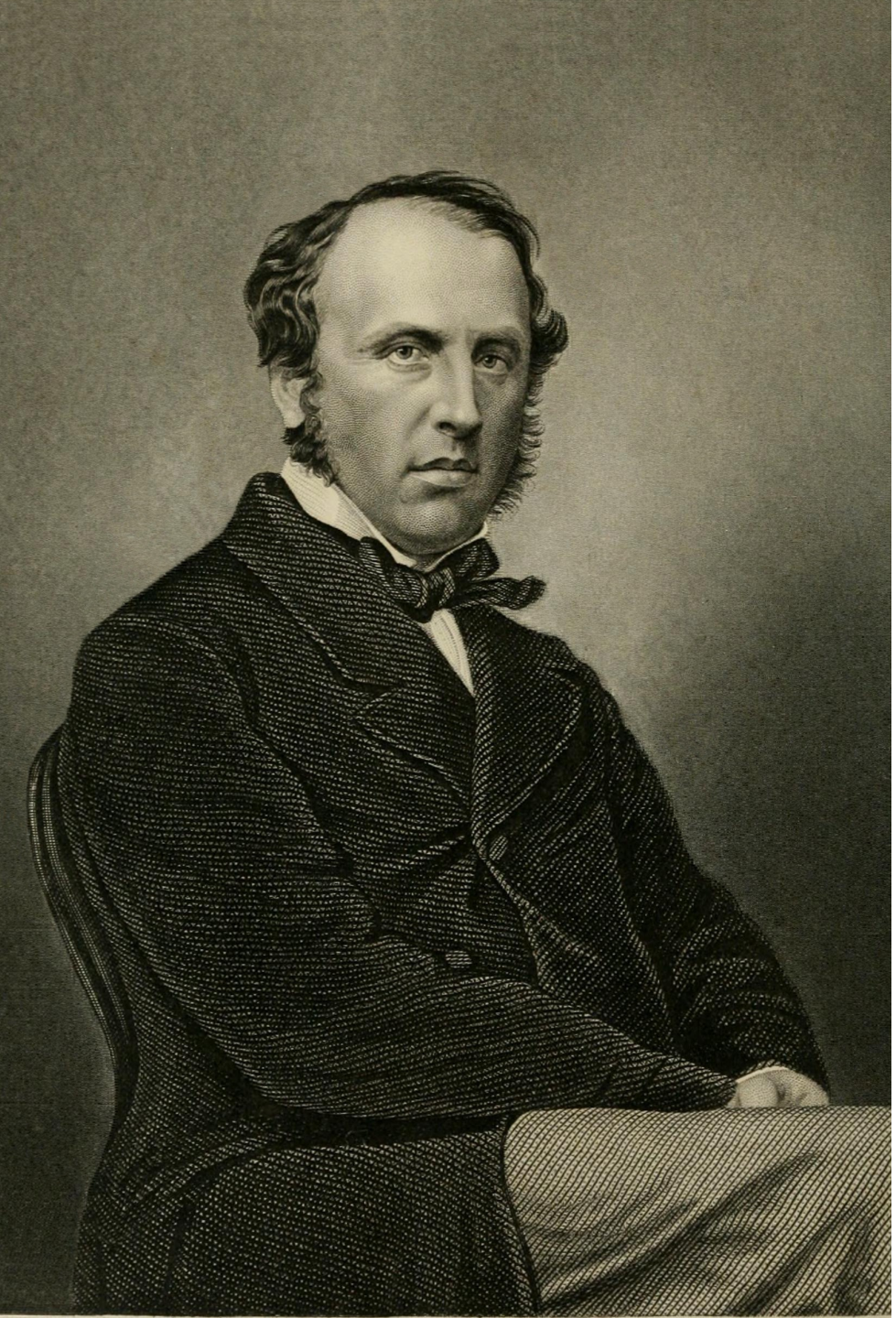

লর্ড ক্যানিং

(১৮৫৬-১৮৫৮)

ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল

উপমহাদেশে কাগজের মুদ্রা চালু করেন লর্ড ক্যানিং (১৮৫৭)

১৮৬১ সালে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন লর্ড ক্যানিং

- বাংলাদেশে (কুষ্টিয়া থেকে দর্শনা) রেল লাইন চালু করেন - লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ সালে।
- উপমহাদেশে - ডালহৌসি।

গভর্নর ও গভর্নর জেনারেলদের সময়ের ঘটনা গভর্নর

- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা - ১৭৬৫ - লর্ড ক্লাইভ
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর - ১৭৭০ - লর্ড কার্টিয়ার
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি - ১৭৭২ - ওয়ারেন হেস্টিংস

গভর্নর জেনারেল

- পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা - ১৭৭৪ - ওয়ারেন হেস্টিংস
- উপমহাদেশে রাজস্ব বোর্ড স্থাপন – ওয়ারেন হেস্টিংস
- দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা - ১৭৮৯ - লর্ড কর্ণওয়ালিস
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা – ১৭৯৩ – লর্ড কর্ণওয়ালিস
- সতীদাহ প্রথা বিলোপ - ১৮২৯ - লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

- পোস্ট অফিস চালু - লর্ড ডালহৌসী
- উপমহাদেশে রেল চালু – ১৮৫৩ - লর্ড ডালহৌসী
- টেলিগ্রাম লাইন চালু – লর্ড ডালহৌসী
- বিধবা বিবাহ আইন - ১৮৫৬- লর্ড ডালহৌসি
- উপমহাদেশে কাগজের মুদ্রা চালু – ১৮৫৭ – লর্ড ক্যানিং

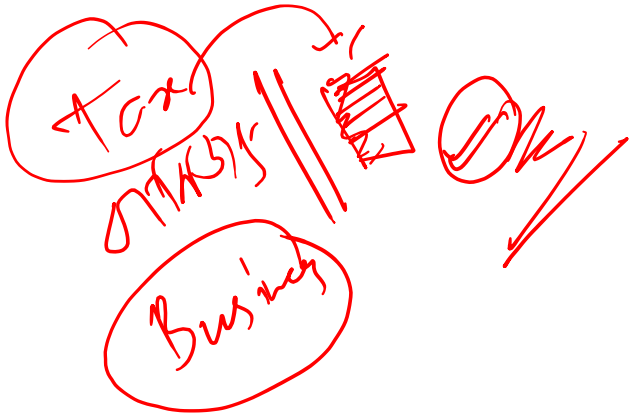

Recap

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব

- এটি ব্রিটিশ-বিরোধী প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। ব্রিটিশদের নানামূখী বৈষম্যের ফলে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। তবে সর্বশেষ কারণ হচ্ছে- ১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামক বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হত। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে।

এতে করে সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে থাকে এবং ১৮৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারি **মঙ্গল পান্ডের** নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করে। এটা ক্রমান্বয়ে সকল সৈন্য শিবিরে ছড়িয়ে পড়লেও এই বিপ্লব অবশেষে ব্যর্থ হয়। এই বিপ্লব ছিল **ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম**।

সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল-

লর্ড ক্যানিং

সিপাহী বিদ্রোহের একমাত্র স্মৃতিবিজরিত স্থান

বাহাদুর শাহ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক)

সিপাহী বিদ্রোহ: ১৮৫৭

সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পান্ডে

ফলাফল

প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (১৮৫৭) ইস্ট ইন্ডিয়া শাসনের অবসান ঘটে এবং শাসন ক্ষমতা চলে যায় রানীর হাতে। তিনি ভাইসরয়দের দ্বারা এ অঞ্চলে কার্যক্রম চালাতেন। তিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন।

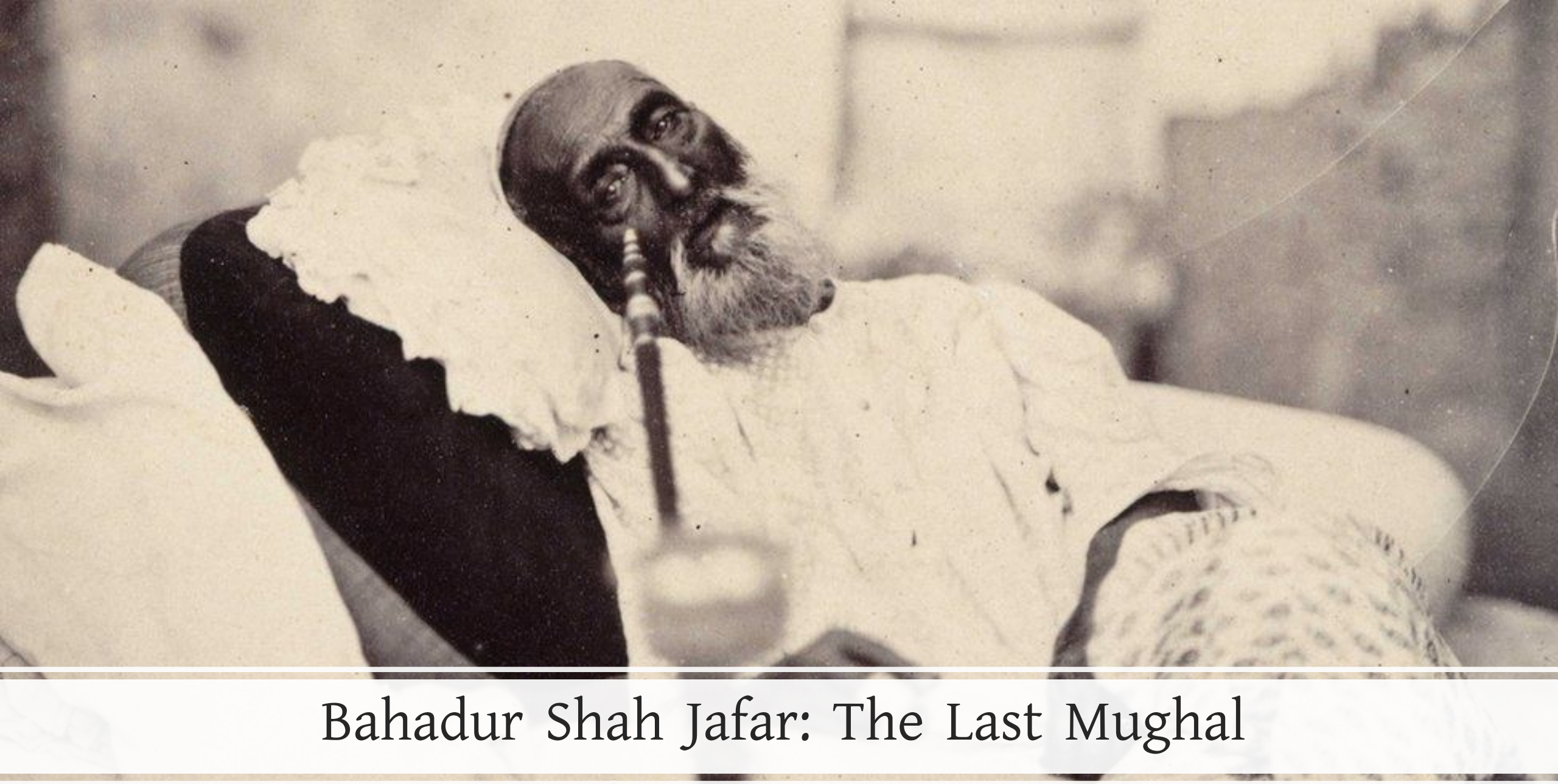

Bahadur Shah Jafar: The Last Mughal

ভারতে ভাইসরয় এর শাসনকাল

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-১৮৬২): প্রথম ভাইসরয়

- ১৮৬১ সালে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- কাগজি মুদ্রা চালু।
- চা ও কফি চাষ।

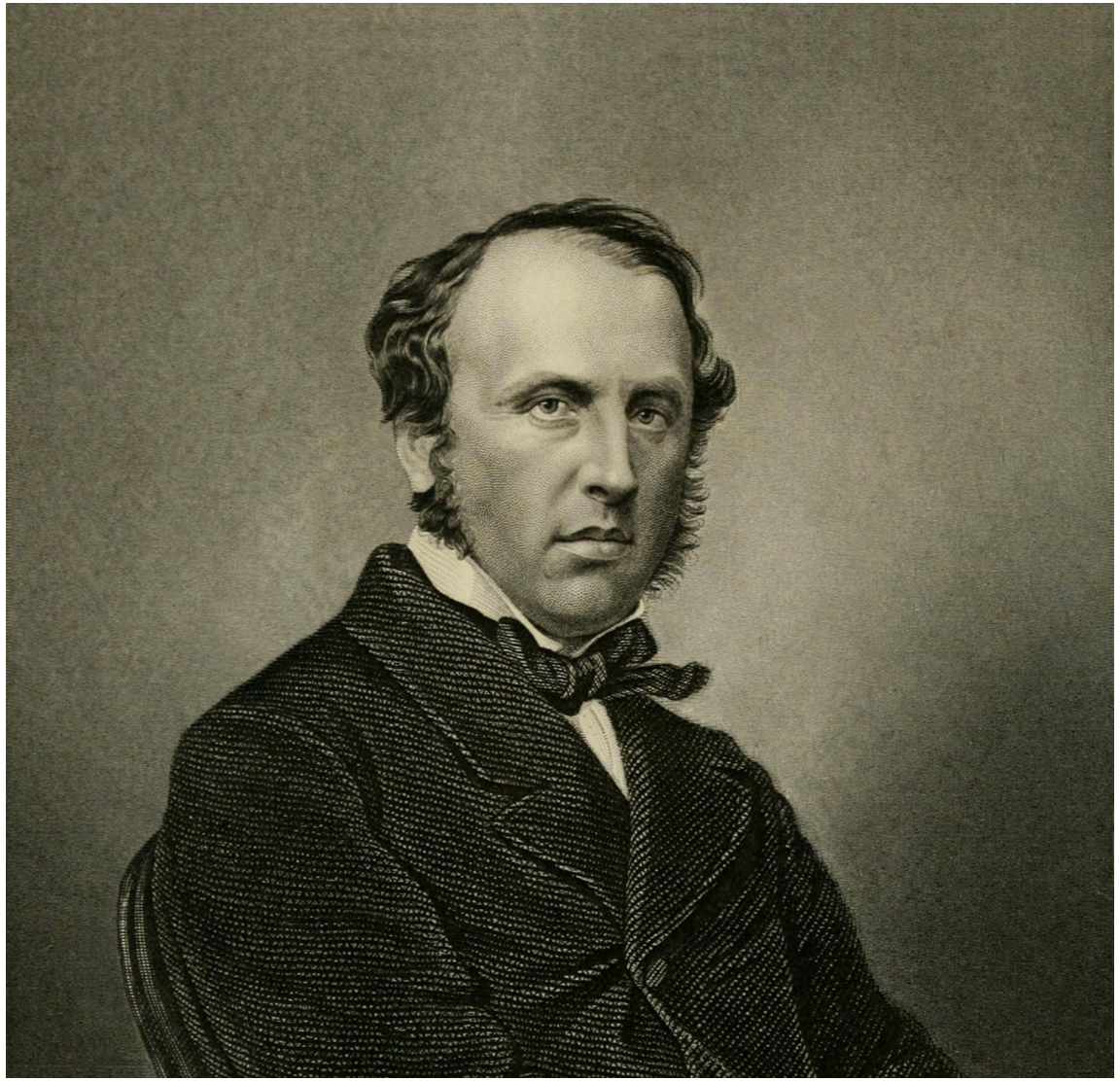

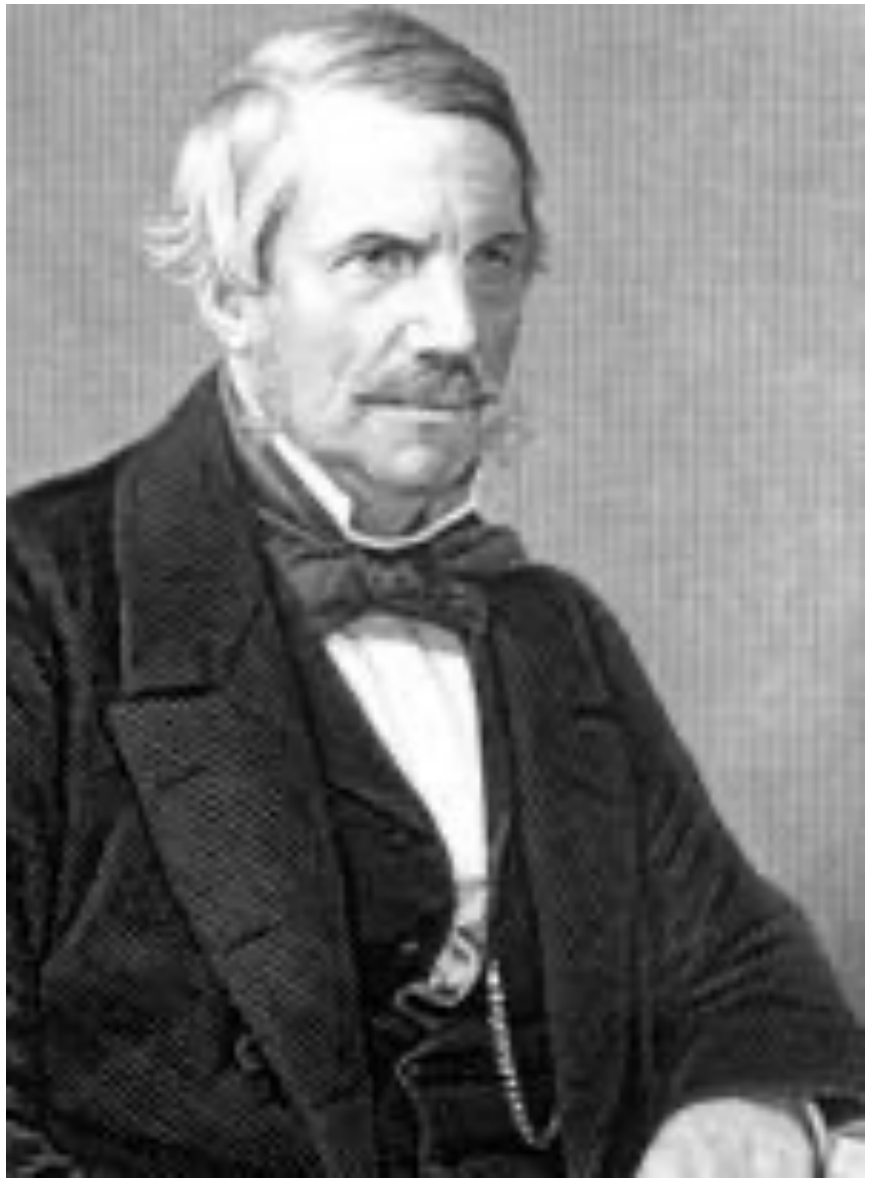

স্যার জন লরেন্স

(১৮৬৪-১৮৬৯)

ঢাকা পৌরসভা গঠন করেন।

লর্ড মেয়ো

- ১৮৭২ সালে উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি করেন।
- একমাত্র ভাইসরয় যিনি খুন হন।

লর্ড লিটন

(১৮৭৬-১৮৮০)

অস্ত্র আইন-১৮৭৮ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন।

সংবাদপত্র আইন পাশ করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।

লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪)

- বেঙ্গল মিউনিসিপাল আইন— ১৮৮৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জনক।
- ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) গঠন করেন।
- সংবাদপত্র আইন রহিত করেন।

- লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন।

লর্ড ডাফরিন (বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন)

১৮৮৫ সালে লর্ড ডাফরিন বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করেন। এই আইনের ফলে প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

- ইলবার্ট আইনের বিরুদ্ধে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিবাদের কারণে ভারতে জাতীয়তাবাদী নেতার উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এর প্রধান উদ্যোক্তা ব্রিটিশ সাবেক আইসিএস অফিসার অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম
- হিউমের উদ্যোগের পিছনে বড়লাট ডাফরিনের সমর্থন ছিল।
- কারণ তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা হবে ব্রিটিশদের 'অনুগত বিরোধী দল'।

ভারতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জিকে সহ-প্রতিষ্ঠাতা করে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন।

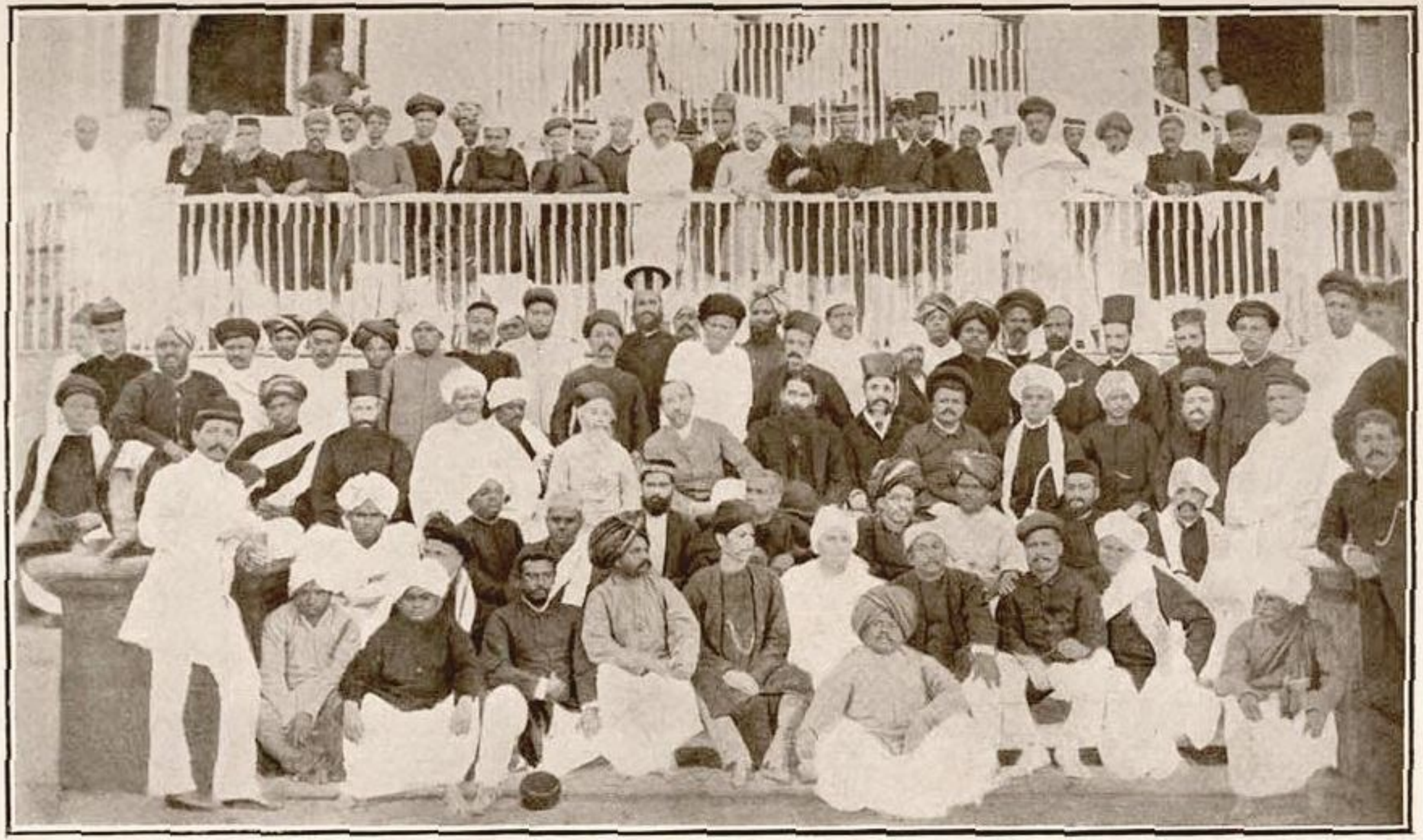

THE FIRST INDIAN NATIONAL CONGRESS, 1885.

ভারতীয় কংগ্রেস

- ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।
- প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক- অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- প্রথম সভাপতি— উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারত স্বাধীনের নেতৃত্ব দেন।
- **প্রথম সম্মেলন:** ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে / Mumbai
- **প্রথম সম্মেলনে সভাপতি হন:** উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)

- ব্রিটিশ শাসনামলের স্বর্ণযুগ।
- ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন- ১৮৯৯ সালে।
- বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন- ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে
- University Act পাস করেন- লর্ড কার্জন।

কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন- ১৯০৪ সালে।

ভবনটি তৈরিতে অর্থায়ন করেন ভাওয়ালের রাজকুমার।

Recap

১৯০৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ থেকে অস্থায়ী ভারত সচিবকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেছেন,

‘বাঙ্গালিরা নিজেদের এক মহাজাতি মনে করেন এবং এক বাঙ্গালি বাবুকে লাট সাহেবের গদীতে বসাতে চান, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব - তাদের এই স্বপ্নের সফল রূপায়ণে বাঁধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতি স্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনদিনই বাংলা ভাগ করতে পারব না এবং আপনারা ভারতের পূর্বপাশে এমন এক শক্তিকে জোরদার করবেন যা এখনি প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়াবে।’

“Bengal United is a power. Bengal divided will pull several different ways.”

- Risley

বঙ্গভঙ্গ

- **১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর** ভারতের তৎকালীন বড় লাট জর্জ নাথানিয়েল কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সি ভাগ করে দুটি প্রদেশ গঠন করেন। **ইতিহাসে এটি বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত।**
- বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল মুসলিমরা এবং বিপক্ষে ছিল হিন্দুরা।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ (দার্জিলিং বাদ)

রাজধানী ঢাকা

প্রথম লে. গভর্নর: ব্যামফিল্ড ফুলার

পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ

বাংলা প্রদেশ

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা

রাজধানী: কলকাতা

১ম লে. গভর্নর: এন্ড্রু ফ্রেজার

বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটান

সর্বভারতীয় কংগ্রেস

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে থাকা মুসলিম নেতৃবৃন্দ

- খাজা আতিকুল্লাহ্ (নবাব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই)
- মৌলভী আব্দুল রসুল
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী

বঙ্গভঙ্গবিরোধী হিন্দু নেতৃবৃন্দ ছিলেন

- অরবিন্দ ঘোষ
- সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
- বিপিনচন্দ্র পাল

বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

- হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা
- স্বদেশী আন্দোলন
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানানো

পূর্ববাংলার প্রথম মুসলিম নেতা

নবাব সলিমুল্লাহ

মুসলিম লীগ

- মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল।
- প্রতিষ্ঠা: ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে ঢাকায়
- প্রতিষ্ঠাতা: নবাব সলিমুল্লাহ্
- প্রথম সভাপতি: আগা মোহাম্মদ খান
- প্রথম সম্মেলন: ১৯০৭ সালে করাচিতে
- পাকিস্তান স্বাধীনে নেতৃত্ব দেয়: মুসলিম লীগ

প্রতিষ্ঠালগ্নে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য: ৩টি

১. ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমান জনগণের আনুগত্য বৃদ্ধি করা।

২. ভারতীয় মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করা।

৩. উপরোক্ত উদ্দেশ্য ২টি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যেন বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা।

স্বদেশী আন্দোলন

- ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
- অপর নাম: **বয়কট আন্দোলন**

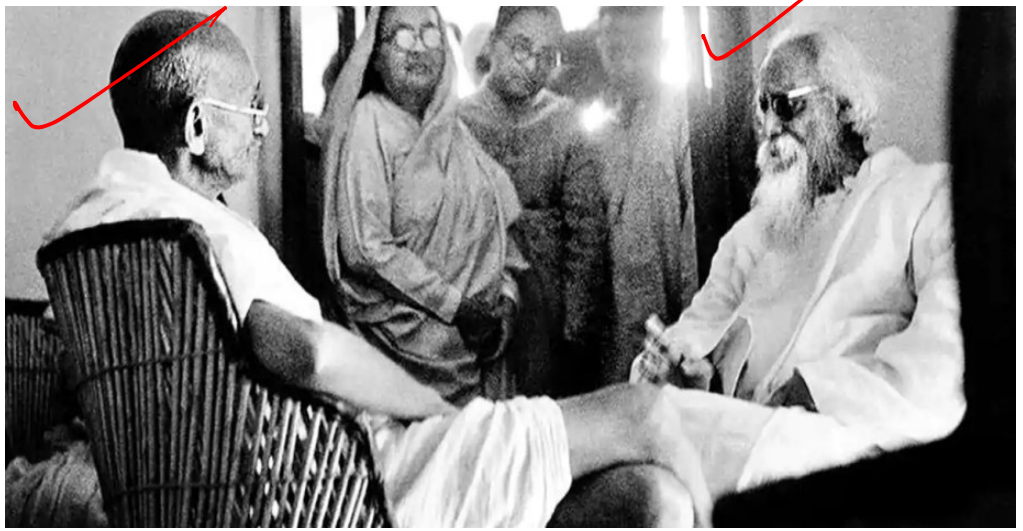

স্বদেশী আন্দোলন

মূল কর্মসূচী ২টি

স্বদেশী ও বয়কট

স্বদেশী আন্দোলনের শ্লোগান

স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

- বাংলার ঐক্যের জন্য বাংলার প্রকৃতি নিয়ে লিখেন: **আমার সোনার বাংলা গান**
- প্রকাশিত হয়: ১৯০৫ সালের ৭ অক্টোবর বঙ্গদর্শন পত্রিকায়

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বদেশী আন্দোলনে নিয়ে রচনা করেন

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা

"পরোনা রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না..."

-মুকুন্দ দাস (বরিশাল)

স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে পত্রিকা

স্বদেশী আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা রাখে

- এ কে ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাশের সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকা।
- ১৯০১ সাল থেকে বরিশাল থেকে প্রকাশিত হতো।

স্বদেশী আন্দোলন ব্যর্থ হয় যে কারণে

অবাঙালি মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী ও গ্রাম-বাংলার ব্যবসায়ীরা যুক্ত না হওয়ায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

আন্দোলনের সমর্থনে গঠিত সমিতি

- ঢাকা: অনুশীলন সমিতি (প্রধান: পুলিন বিহারী দাস)
- কলকাতা: যুগান্তর
- ফরিদপুর: ব্রতী
- বরিশাল: স্বদেশী বান্ধব
- ময়মনসিংহ: সাধনা

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

- বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তাদের উপর হামলাই ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য।
- কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি'র সদস্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ক্ষুদিরাম বসু

ব্রিটিশ বিরোধী সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী।

কলকাতার ‘যুগান্তর সমিতি’র সদস্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী **৩০ এপ্রিল, ১৯০৮** সালে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে।

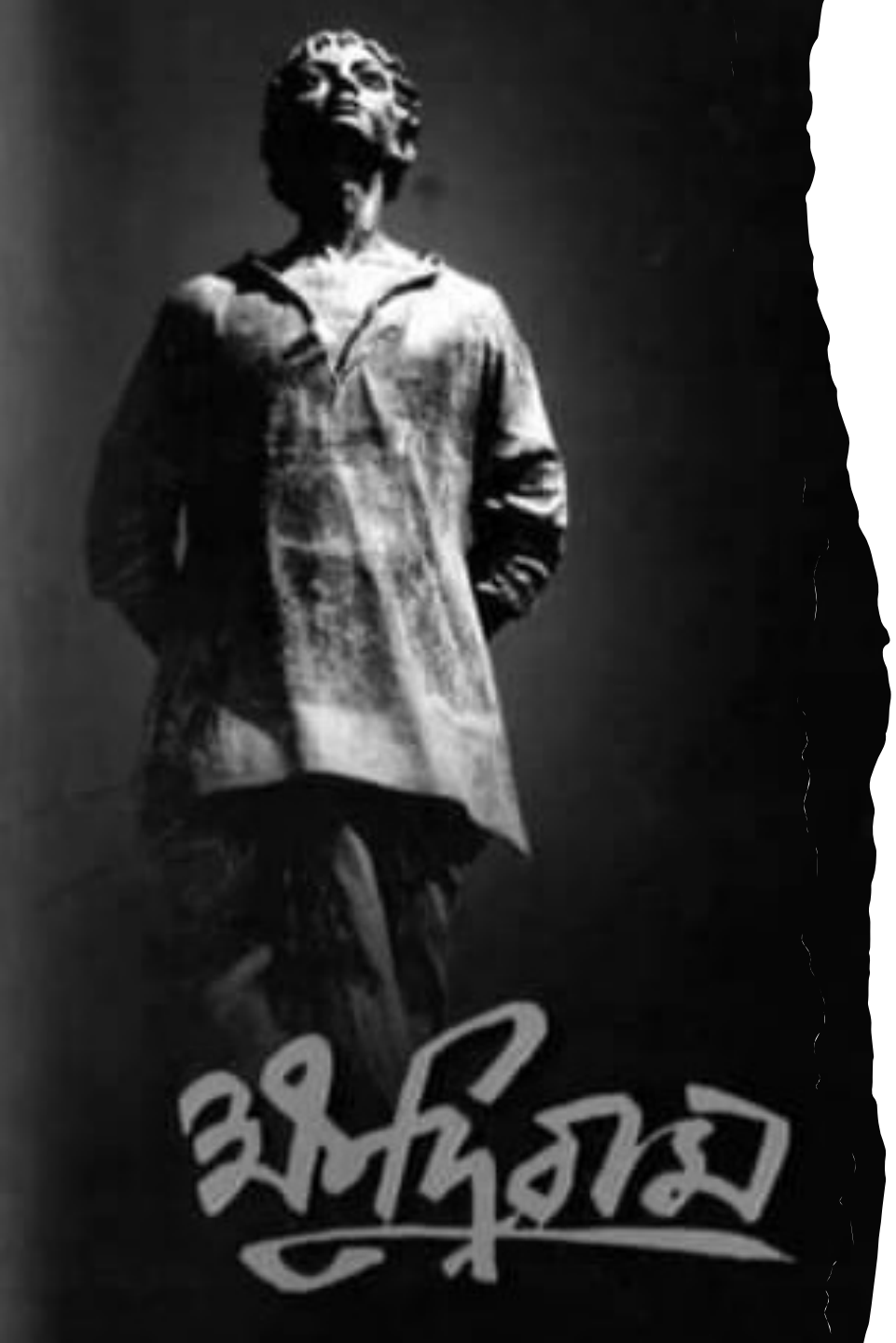

ক্ষুদিরাম বসু

ক্ষুদিরামকে ১৯০৮ সালে (১৮ বছর ৭ মাস বয়সে) মুজাফফরপুর কারাগারে ফাঁসি দেয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

পরবর্তীতে কংগ্রেস ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আন্দোলনের মুখে **১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর** লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিল করতে বাধ্য হন।

বঙ্গভঙ্গে রদ এর সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন—পঞ্চম জর্জ

বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ

রাজা ছিলেন

এডওয়ার্ড VII

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে গান

জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক **জয়**

হে ভারতভাগ্যবিধাতা! **জয় হে, জয় হে, জয়**

হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গভঙ্গ রদ বা বাতিলের পর ১৯১২ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

Thank You